অনুরাধা ফিল্মসের

শঙ্খবেলা

চিত্রনাট্য · পরিচালনা · অগ্রগামী

অনুরাধা ফিল্মস্-এর প্রথম নিবেদন

"শঙ্খবেলা"

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : "অগ্রগামী"

কাহিনী : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

প্রযোজনা : অজয় বসু ও অনিল সাউ

রবীন্দ্র সঙ্গীত : "জানিনে জানিনে....."

"খোকা মাকে শুধায় ডেকে....."

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে।

চলচ্চিত্রায়ণ : দীনেন গুপ্ত ॥ সম্পাদনা : কালী রাহা ॥ শিল্প-নির্দ্দেশনা : সুধীর খান ॥ শব্দধারণ : সুনীল ঘোষ ॥ রূপসজ্জা : বসির আমেদ ॥ ব্যবস্থাপনা : শান্তি চক্রবর্ত্তী ও প্রমথ গাঙ্গুলী সঙ্গীত-পরিচালনা : সুধীন দাশগুপ্ত ॥ গীত-রচনা : পুলক বন্দোপাধ্যায় ॥ শব্দ-পুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় সহযোগিতায় : বলরাম বারুই ॥ নৃত্য-তত্ত্বাবধাক : পিটার দে প্রচার : রবি বসু ॥ প্রধান কর্ম্মসচিব : বিমল সরকার।

রাধা ফিল্মস্ স্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে বাণীবদ্ধ।

শৈলেন ঘোষালের তত্ত্বাবধানে

ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরিজে পরিস্ফুটিত।

স্থির চিত্র : ক্যাপস্ ফটোগ্রাফী।

নেপথ্য সঙ্গীতে : লতা মুঙ্গেশকর, মান্না দে ও আরতি মুখোপাধ্যায়

: সহযোগিতায় :

পরিচালনা : জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, তরুণ কুমার দে, নির্ম্মল কুমার ভট্টাচার্য্য ॥ চলচ্চিত্রায়ণ : সুনীল চক্রবর্ত্তী, বেণু সেন ॥ শব্দধারণ : মনোরঞ্জন মুখার্জী, হরেকেষ্ট পাণ্ডা ॥ শিল্প নির্দ্দেশনা : অনিল পাইন ॥ দৃশ্য অঙ্কন: জগবন্ধু সাউ ॥ রূপসজ্জা : মুন্সিরাম শর্ম্মা, কার্ত্তিক লস্কর ॥ সম্পাদনা : সুকুমার সেনগুপ্ত ॥ ব্যবস্থাপনা : কার্ত্তিক মণ্ডল, শঙ্কর দাস ॥ আলোক-নিয়ন্ত্রণ : নারায়ণ চক্রবর্ত্তী জগন্নাথ ঘোষ, হটো, নব, ধনেশ্বর ও অমূল্য ॥ দৃশ্য-সংগঠন : নারাণ শর্ম্মা, কেবল শর্ম্মা, আক্কেল শর্ম্মা, গৌরী ঝা, দাসু ও পাঁচু।

পরিবেশনা : ছায়ালোক প্রাইভেট লিমিটেড।

— কৃতজ্ঞতায় —

শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি (মাননীয়া স্বাস্থ্যমন্ত্রী পঃ বঙ্গ সরকার), শ্রীতরুণ-কান্তি ঘোষ (মাননীয় শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রী পঃ বঙ্গ সরকার), ডাঃ চুনীলাল মুখার্জি, ডাঃ মুরারী মুখার্জি, ডাঃ গুহ, শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতালের চিকিৎসক, সেবিকা ও কর্মীবৃন্দ, শুভেন্দু বোস, Shaw Wallace & Co. (Wine Dept.), G. E. C. & Co., Maithon Yacht Club, Mr. Jame Son, Mr. Ranjan, মন্নু, মিঃ এস. পি. বোস, Tollygunge Club, Mr. W. S. Pool, Mr. Hooper, শ্রীসৌরেন বোস, Mrs. Banerjee (A. P. R. O. Maithon), শ্রীসুকুমার মজুমদার (Eastern Supply Syndicate), Hospital Applainces P. Ltd., কুমার কনকেন্দ্র নাথ দেব রায়, শ্রীনৃপেন মজুমদার (Art & Prints P. Ltd., Park Street), Refugee Hardicrafts (Easplanade East), মিঃ পরাশর, Mother's Home, ডাঃ বিমল চক্রবর্ত্তী, Radio Distributors, মোহন লাল দাঁ (আরমারী), তালদি মোহনচাঁদ বহুমুখী বিদ্যালয়, Mr. S. C. Lern—Bar-At-Law, Bipin Paul & Sons (Paint Merchant), India's Hobby Centre (Park St. for Toys & Aquaorium), বিজয় শ্রীমানী, P. R. O. Eastern Railway, শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী. Grand Hotal, Ghosh Cousion, শিবরাম দত্ত, হায়দারাবাদ কেন্ হাউস, শ্রীজ্যোতি বিশ্বাস, (M/S. Darmels Tea Emporium).

প্রধান ভূমিকায় :

উত্তম কুমার—মাধবী মুখোপাধ্যায়—বসন্ত চৌধুরী

ও নবাগত মৃনাল মুখোপাধ্যায়।

বিভিন্ন চরিত্রে :

পাহাড়ী সান্যাল, তরুণ কুমার, রণজিৎ সেন, শিশির বটব্যাল, শৈলেন গাঙ্গুলী, শোভা সেন, ইলা চ্যাটার্জী, হীরেন মুখার্জি (এ্যাঃ), মিঃ পরাশর ও মিসেস পরাশর, সঞ্জয় দেব রায়, মিঃ এস. আর. মিটার, মিঃ হিন্দা, মিঃ চোপরা, মিঃ ও মিসেস শিপু ব্যানার্জী, ক্যাপটেন চন্দা, মিঃ ও মিসেস হোয়াইট সাইড়, পিটার দে, মিস জোন্স, মিস কলিন্স, মিঃ মেঞ্জিস, মিস পামেল, মিস ভেরোনি, শ্রীপৃথিকা দে, বিনয় রায়, বিনয় দত্ত, জীবন কর্মকার, দিলীপ ঘোষ, অশোক মুখার্জি, সুশীল দাস, সমর চ্যাটার্জী, মিস ভ্যালেরী, মিঃ এ্যালেন, জুলী, মোহন লাল দাঁ, ত্রিদিব দেব, জ্যোৎস্না মুখার্জী, বীথিকা, মিতা দত্ত, শাশ্বতী, ইলা, শিউলী, রবীন ব্যানার্জী, ডাঃ সুশীল সাহা, মাঃ বাপী ও মাঃ বিশ্বনাথ।

কাহিনী

তাদের দিনগুলো কাটছিল গানের সুরে রঙিন জাল বুনে. হালকা হাওয়ার মতো ভেসে ভেসে। সুনীল আর তৃপ্তির রোমাঞ্চিত দিনগুলো কখনও বসন্তের গানে কখনও বর্ষার মেঘ-মল্লারের ছন্দে বয়ে চলছিল হিসেব করা মুহূর্ত্তের ধরা ছোঁয়ার দূর দিয়ে। সামনে ছিল বাধাবন্ধহীন অবারিত পথ—মাথার ওপর আকাশ। বেপরোয়া সুনীল তৃপ্তিকে নিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটতে চায়—অনেক সময়ে তার ছোটাটা অসম্ভবের পেছনেও। নইলে ওইটুকু ছোট গাড়ী নিয়ে কেউ কখনও অত বড় একটা গাড়ীকে অতিক্রম করতে চায়? ভয় পাওয়া পাখীর মতো সুনীলকে ধরে তৃপ্তি বলে—"ওকি করছ?" কিন্তু সুনীলের চোখে বড় হওয়ার নেশা—পেছনে সে পড়ে থাকবে না কারুরই—সবাইকে ডিঙিয়ে যাবে। তার লুব্ধ চোখে আটকে গিয়েছে আজকের আকাশ ছোঁয়া স্থাপত্যের শীর্ষবিন্দুতে—বড় গাড়ীর নেশায়—আধুনিক আভিজাত্যের কল্পিত স্বপ্নে। সুনীল একেবারে এযুগের মানুষ, আধুনিক পৃথিবীর অর্থনীতির সমুদ্রে এরা নতুন দ্বীপ—যারা ছুটতে চায় উল্লাস গতিতে—তাদের চাওয়ার শেষ কোথায় তারা নিজেই জানে না। বড় বড় পার্টি-ড্রিঙ্ক এগুলো তাদের কাছে বড় হওয়ার সোপান। সুনীল বড় হতে চায় এই সোপান বেয়েই—কারুর চেয়ে সে পেছিয়ে থাকবে না; পেছিয়ে থাকাটাই তার মতে বোকামী। তার এই ভাবনার সঙ্গে আধুনিকা তৃপ্তির চাওয়ার অমিলটা এইখানেই। তৃপ্তি আধুনিক হলেও জীবনের শাশ্বত কল্যাণ বোধে বিশ্বাসী। তাই তাদের বেহিসেবী ভালবাসার দিনগুলো যখন মিলনে গভীর হল—তাদের জীবনে এলো দু'জনের মিলিত স্বপ্ন—ফুলের মত ছেলে বাবু। সুনীলের হলো প্রমোশান—আধুনিক অভিজাত পাড়ায় দামী ফ্ল্যাট বড় গাড়ী সবই হল—কিন্তু বোধ হয় হারিয়ে গেল তাদের সেই রোমাঞ্চিত দিনগুলোর সরলতা। তৃপ্তির চোখে আশঙ্কার মেঘ জমে—সুনীল বাড়ীতে সেলার বসিয়েছে—আর দিন দিন পার্টিতে যেতে যেতে তার মদ খাওয়ার মাত্রাও বেড়ে চলেছে। তৃপ্তির রাগ বারণ কিছুই সে শোনে না—প্রতিজ্ঞা করে ভুলে যায়। বড় বড় পার্টিগুলোতে মেয়ে পুরুষের বেপরোয়া পান, উল্লাসতা, জৈবতার উল্লাস তৃপ্তির অসহ্য লাগে—নিজেকে একেবারে নিঃসঙ্গ মনে হয়—তবু আসতে হয় সুনীলের জন্যে। তাই এসব পার্টির শেষে যখন একটা ফাঁপা শূন্যতা চেপে বসে—তৃপ্তি বলে, "এমন বড় হওয়া আমি চাইনা—চাইনা"। সুনীল তাকে বোঝাতে চায়—এগুলো আজকের বড় হওয়ার অপরিহার্য্য হাতিয়ার। তৃপ্তি এমন হৃদয়-হীন, গৃহ-হীন আধুনিকতা মেনে নিতে পারে না। তৃপ্তির চোখের জলে সুনীল ব্যথা পায়, প্রতিজ্ঞা করে মদ আর ছোঁবে না—কিন্তু সব যেন কেমন হয়ে যায়—তার বড় হওয়ার নেশায় সব ভুলে আবার মদ খায়। তার পরিচিত মানুষগুলোর জীবন ধারার মোহ সে এড়াতে পারে না। একদিকে তৃপ্তির ভালবাসা আর একদিকে সুনীলের কল্পিত আধুনিক আভিজাত্য এ দু'য়ের টানা পোড়েনে এক সময় হতাশ হয়ে সুনীল বেপরোয়া হয়ে ওঠে মদের নেশায়। কারণ তৃপ্তির কথা ভাবতে গিয়ে সে তার বড় হওয়ার সিঁড়ির ধাপে আটকে গিয়েছে। এর জন্যে সুনীল চরম মূল্য দিল। কখন নিজের অজ্ঞাতেই ভালবাসার শান্ত বলয়চ্যুত হয়েছে সে তা জানে না। তৃপ্তি আর বাবু তার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হারিয়ে যায়। সুনীল নিঃসঙ্গতার মাঝে দাঁড়িয়ে অনুভব করে বিরাট শূন্যতার দুঃসহ বোঝা। সে কিছুতেই তাদের হারাতে পারে না। ভালবাসার শান্ত বলয়ে সে ফিরে যাবেই। কিন্তু কোথায় তৃপ্তি? দীর্ঘ ব্যবধানে ঘটনা প্রবাহে দুই বৃন্তচ্যুত হৃদয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন একটি বিচিত্র মানুষ—ডাঃ ঘোষ প্রকাণ্ড চিকিৎসক একটি বড় আধুনিক হাসপাতালের সর্ব্বময় কর্ত্তা—অবিবাহিত রহস্যময় নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। হাসপাতালের বিভিন্ন জনের কাছে এই লোকটির চরিত্র নিয়ে রহস্যের অন্ত নেই। তাই তৃপ্তির প্রতি তাঁর বিশেষ মনোযোগে হাসপাতালে স্বাভাবিক ভাবেই আলোড়ন এনে ছিল। তৃপ্তির বিষণ্ণ শান্ত ব্যক্তিত্ব ডাঃ ঘোষকে আকর্ষণ করে। তাঁর দীর্ঘ নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতার এই রহস্যময় মানুষটি যেন নতুন করে বেদনা পান। তৃপ্তি তাঁর কাছে আকর্ষণীয় প্রহেলিকা। কিন্তু শান্তনু, যার কাছে শল্য চিকিৎসক ডাঃ ঘোষ একজন শিল্পী সেও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ডাঃ ঘোষ কি ডাঃ প্রামাণিকের কথা মত একজন শিকারী—তৃপ্তি কি তাঁর অতীতের আর পাঁচটি মেয়ের মত একটি নতুন শিকার, না ডাঃ ঘোষ এবার সত্যই গভীর এবং বিশ্বস্ত? এই জটীল আধুনিক নাটকের পরিণতি "শঙ্খবেলা"র সমাপ্তিতে।

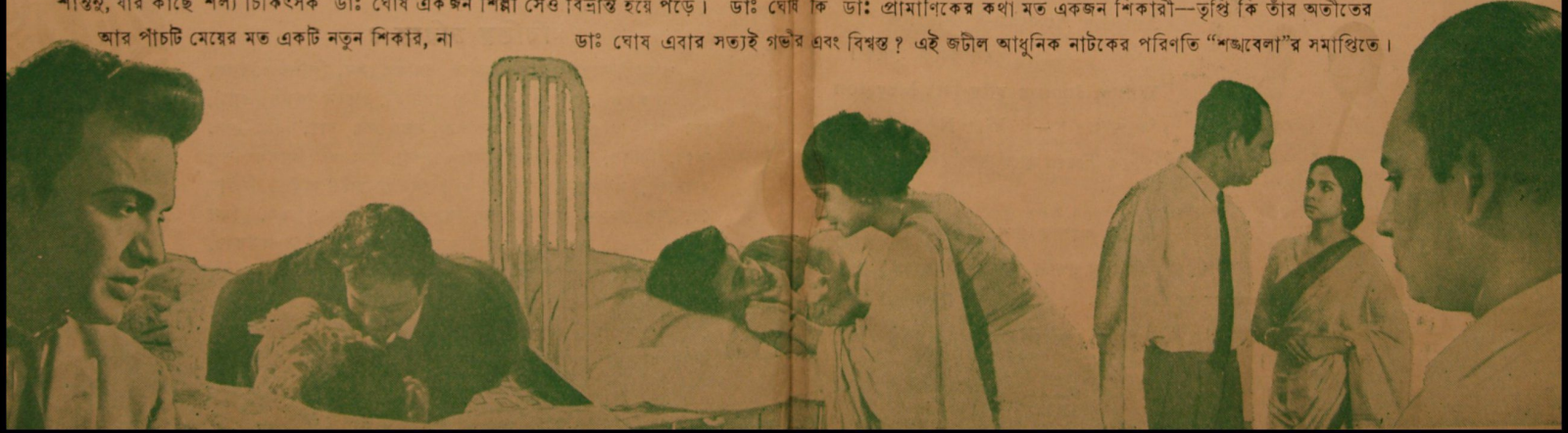

সঙ্গীত

১

জানিনে, জানিনে, কিছুতে কেন যে
মন লাগে না।
আজি ঝর ঝর মুখর বাদর দিনে।
এই চঞ্চল সজল পবন বেগে
উদ্‌ভ্রান্ত মেঘে মন চায়
মন চায় ঐ বলাকার পথখানি নিতে চিনে।
মেঘ-মল্লারে সারা দিনমান বাজে ঝরণার গান
মন হারাবার আজি বেলা পথ ভুলিবার খেলা
মন চায়, হৃদয় জড়াতে চায় কার চির ঋণে।

—রবীন্দ্রনাথ

২

কে প্রথম কাছে এসেছি
কে প্রথম চেয়ে দেখেছি
কিছুতে-ই পাই না ভেবে
কে প্রথম ভালবেসেছি, তুমি না আমি।
ডেকেছি কে আগে
কে দিয়েছে সাড়া
কার অনুরাগে কে গো দিশাহারা
কে প্রথম মন-জাগাণোর সুখে হেঁসেছে,
তুমি না আমি।
কে প্রথম কথা দিয়েছি
দু'জনার এ দু'টি হৃদয়
একাকার করে' নিয়েছি
সুরু হ'ল কবে এত চাওয়া পাওয়া
এক-ই অনুভবে এক-ই গান গাওয়া
কে প্রথম মন-হারাণোর স্রোতে ভেসেছি,
তুমি না আমি।

৩

আমি আগন্তুক
আমি বার্ত্তা দিলাম
কঠিন অঙ্ক এক কষতে দিলাম।
a+b—c whole Square
equal to কি ?
College Square !
এখনও কলম্বাস ডিমগুলো
ভেঙ্গে ভেঙ্গে চল্‌ছে
America America-ই মোমবাতি
সে বরফে গল্‌ছে।
Wilson Jonson হাতে নিয়ে Megaton
কি ভাবছে ? — Viet NAM !
এদিকে Trout মাছে ভরে' গেছে
বিপাশা, ঝিলাম।
Fishy ব্যাপার বেশ Fishy.
মাঝখানে গোটা দুই stadium-এ
football নেই,
সাহারার দুপুরেতে কেন গায়ে কম্বল নেই ?
Alps-এর চূড়োতে উটপাখী উড়্‌ছে
Vodka-র ডুবজলে Cigerette পুড়্‌ছে
কার টুপি যে হ'লো নিলাম।
ঠোঁট থেকে লিপষ্টিক কোন ফাঁকে
কোথায় যে লাগ্‌ছে ?
দু'জোড়া দুষ্টু চোখ লক্ষ্মীটি হয়ে
রাত জাগ্‌ছে।
No dear No such expression.
এতদিন বনলতা ভুলে গেছে কোথায় ছিলাম।
Here I am.

৪

আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব
হারিয়ে যাব আমি তোমার সাথে
সেই অঙ্গীকারের রাখী পরিয়ে দিতে
কিছু সময় রেখো তোমার হাতে।
কিছু স্বপ্নে দেখা কিছু গল্পে শোনা
ছিল কল্পনাজাল এই প্রাণে বোনা
তার অনুরাগে রাঙা তুলির ছোঁয়া
নাও বুলিয়ে নয়ন পাতে।
তুমি ভাসাও আমায় এই চলার স্রোতে
চিরসাথী রইব পথে।
তাই যা দেখি' আজ সব-ই ভাল লাগে
এই নতুন গানের সুরে ছন্দরাগে
কেন দিনের আলোর মত সহজ হ'য়ে
এলে আমার গহন রাতে।

৫

খোকা মাকে শুধায় ডেকে,
এলেম আমি কোথা থেকে
কোন্ খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে,
খোকারে তার বুকে বেঁধে
ইচ্ছা হ'য়ে ছিলি মনের মাঝারে।
ছিলি আমার পুতুল-খেলায়
প্রভাতে শিব-পূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙ্গেছি আর গড়েছি।
তুই আমার ঠাকুরের সনে,
ছিলি পূজার সিংহাসনে
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি।
হারাই হারাই ভয়ে গো তাই,
বুকে চেপে রাখতে যে চাই
কেঁদে মরি একটু সরে' দাঁড়ালে।
জানিনা কোন মায়ায় ফেঁদে,
বিশ্বের ধন রাখবো বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহু দু'টির আড়ালে।

—রবীন্দ্রনাথ

ছায়ালোক প্রাইভেট লিঃ, ২, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।